মূল শব্দাবলীঃ
নীতি
শরিয়ত
অভিযোজন
সহজ
অনমনীয়

Majlis Ugama Islam Singapura

Aidiladha Sermon

27 May 2026 / 10 Zulhijjah 1447H

ইবাদতের পেছনের প্রজ্ঞা ও উদ্দেশ্যসমূহ অনুসন্ধান

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ مَا تَقَرَّبَ العَبْدُ بِقُرْبَان

اللهُ أَكْبَرُ مَا رَغِبَ العَابِدُونَ فِي الغُفْرَان

اللهُ أَكْبَرُ مَا حَمِدَهُ الإِنْسُ وَالْجَانّ

الله أَكْبَرُ مَا جَرَت الكَوَاكِبُ بِحُسْبَان

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَصَّ بِالْحَجِّ ذَا الْحِجَّةِ، وَحَطَّ الذُّنُوبَ عَمَّن قَصَدَ فِيهِ الْبَيْتَ الحَرَامَ وَحَجَّهُ، وَعَظَّمَ الأَجْرَ لِمَنْ أَظهَرَ فِيهِ التَّكبِيْرَ وَعَجَّهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ

الَّذِي كَسَاهُ مِنْ حُلَلِ النُّبُوَّةِ وَالْبَهْجَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا حَمَلَ سَحَابٌ مَاءً وَمَجَّهُ.

أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ. قَالَ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত মুসলিম ভাই ও বোনেরা,

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার, যিনি আমাদের ঈমান ও ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, কারণ তিনি আমাদের দ্বীনের আরও একটি মহিমান্বিত দিনে অর্থাৎ ঈদুল আজহায় একত্রিত হওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, এই দিনটি যেন আমাদের অন্তরে নতুন প্রেরণা জোগায় এবং সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি আমাদের আনুগত্য ও তাকওয়া (ধর্মপরায়ণতা) আরও দৃঢ় করতে সাহায্য করে।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

গতকালই সিঙ্গাপুরের হজ্বযাত্রীসহ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলমান ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভটি পালনের জন্য আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়েছিলেন।

একইভাবে, হিজরি দশম (১০ম) বর্ষে আল্লাহর রাসুল (সা.) আরাফাতের ময়দানে 'খুতবাতুল ওয়াদা' বা বিদায় হজ্বের ভাষণ প্রদান করেছিলেন, যার পরপরই আল্লাহ সুরা আল-মায়িদাহর ৩ নম্বর আয়াতটি অবতীর্ণ করেন:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

যার অর্থঃ *"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম।"*

শাহাদাহ্ (ঈমান), পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, রমজান মাসের সিয়াম এবং জাকাতের পর হজ্বকে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হিসেবে নির্ধারণ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই বাণী পৌঁছে দেন যে—তাঁর নবী (সা.)-এর উম্মতের জন্য ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে।

ইমাম আল-বায়দাওয়ি, ইবনে আশুর এবং আল-শাতিবির মতো কুরআন গবেষক ও মুফাসসিরগণ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে ইসলামের 'পরিপূর্ণতা' বলতে এর সার্বজনীন **নীতিমালা** (কুল্লিয়াত) এবং মৌলিক নির্দেশিকাকে বোঝানো হয়েছে, যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে পরিচালিত করে।

ইসলাম এমন কিছু **মূলনীতি**, মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় ভিত্তি স্থাপন করেছে যা বৈধ ও নিষিদ্ধের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে। এই নীতি ও মূল্যবোধগুলি শাশ্বত এবং সকল সময় ও যুগের জন্যই প্রাসঙ্গিক। আল্লাহর বাণী "আকমালতু লাকুম দীনাকুম" (আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম)-এর প্রকৃত অর্থ এটাই; এটি এমন এক পরিপূর্ণতা যা **শরিয়তের** মাঝে প্রাণ সঞ্চার করে, এবং তা স্থবির কিংবা **সংকীর্ণ** কোন বিষয় নয়। **মূলনীতি**, মূল্যবোধ এবং মৌলিক বিধানের এই পরিপূর্ণতা মুসলমানদেরকে জীবনের পথকে গভীরভাবে বুঝতে এবং সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তা তারা যেখানেই থাকুক না কেন এবং তা যে কোন সময়েই হোক না কেন।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

প্রিয় মুসল্লিগণ,

ইসলামের শিক্ষার স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করে এমন **মূলনীতি** ও মূল্যবোধগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এর অন্তর্নিহিত দয়া (রহমত) ও **সহজসাধ্যতার** উপাদানসমূহ। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর জ্ঞান অসীম, ফলে তিনি তাঁর বান্দাদের সীমাবদ্ধতা, বিভিন্ন যুগের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অতএব, **শরিয়তকে** মানুষের বোঝা হিসেবে অবতীর্ণ করা হয়নি; বরং গভীর প্রজ্ঞা, ভারসাম্য ও সহজসাধ্যতার সাথে মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আরও নিকটবর্তী করার জন্যই তা দেয়া হয়েছে।

সুরাহ আল-হাজ্বের ৭৮ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের স্মরণ করাচ্ছেন,

هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

যার অর্থঃ *"তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠিন কিছু আরোপ করেন নাই।"*

এবং সুরাহ আল-বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে তিনি বলেছেনঃ

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

যার অর্থঃ *"আল্লাহ তাহাই চান যাহা তোমাদের জন্য **সহজ** এবং তিনি তোমাদের জন্য কোন কষ্ট চান না।"*

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামও বলেছেনঃ

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ.

যার অর্থঃ "প্রকৃতপক্ষে, এই দ্বীন (ধর্ম) **সহজসাধ্য**; আর কেউই নিজের ওপর ধর্মকে কঠিন করতে পারবে না কারণ ধর্মই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে (অর্থাৎ কেউ ধর্মকে কঠিন হিসেবে বজায় রাখতে পারবে না)।" (আন-নাসাঈ কর্তৃক বর্ণিত)

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, তিনি সবসময় দুইয়ের মধ্যে যেটি **সহজতর** সেটিকেই বেছে নিতেন যতক্ষণ তা পাপের পথে না যায়। (আল-বুখারী এবং মুসলিম বর্ণিত হাদিস)

প্রিয় মুসল্লিগণ,

পবিত্র হজ্বের সফরের মধ্যেও আমরা ঠিক এই বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারি। এটি এমন এক ইবাদত যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে, যা দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং যা সম্পন্ন করতে হয় অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার মধ্যে। তাহলে ধর্ম কি ইচ্ছে করেই তার অনুসারীদের এই কঠিন কাজ ও কষ্টের মুখোমুখি দাঁড় করায় —শুধুমাত্র এই যুক্তিতে যে, এই সবই জীবনের পরীক্ষা?

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেই একবার তাঁর সাহাবিদের কাছে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যখন তাঁরা হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছিলেন:

افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

যার অর্থ: *"দ্বিধাহীনভাবে এটি করো, এবং এতে কোনো ক্ষতি (পাপ বা সংকীর্ণতা) নেই।"*

বর্তমান যুগে হজ্বের সফর অনেক বেশি সুশৃঙ্খল হয়েছে এবং কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে তা পরিচালিত হয়, কারণ এখন হাজিদের সংখ্যা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। হাজিরা যাতে আরও নিরাপদে এবং সুষ্ঠভাবে হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে পারেন, সেজন্য আধুনিক প্রযুক্তির অগ্রগতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে এই পরিবর্তনগুলি হজ্বের মূল চরিত্রকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না।

এই একই কথা কোরবানি সহ অন্যান্য অনেক ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতীতে কোরবানি সম্পন্ন করে স্থানীয় অভাবী মানুষের মাঝে তা বিতরণ করা হতো, কিন্তু আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কোরবানি করা হচ্ছে, যাতে সেই মানুষদের অগ্রাধিকার দেওয়া যায় যাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী এবং সেইসাথে কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করা মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে কোরবানির মূল চেতনাকে সমুন্নত রাখা যায়।

ধর্মীয় শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয় **অভিযোজন** বা মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিজেই **শরিয়তের** একটি অংশ। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামিক আলেমগণ সতর্ক করেছেন যে, যে কোনো পরিস্থিতিতে জীবনের বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় না নিয়ে কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ ও লেখার ওপর ভিত্তি করে কোন বিধান দেওয়া উচিত নয়।

একবার ভাবুন—**শরিয়ত** যদি একটিমাত্র **অনমনীয়** ও সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে মানুষ নিশ্চিতভাবেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে এবং তাকওয়া প্রকাশ করতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতো। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা

ভালো করেই জানেন যে, সময় এবং পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, এবং মানুষ যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন রকমের।

তাই, **শরিয়ত** এসেছে উদারতা ও বিশালতা নিয়ে, যা সকল পরিস্থিতিতেই ইবাদতের ধারাকে বিকাশমান রাখতে সাহায্য করে।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

আল্লাহর রহমতে ধন্য মুসল্লিগণ,

এই জায়গাতেই আমরা প্রায়শই মানুষকে দু'টি চরম অবস্থানের যেকোনো একটিতে পতিত হতে দেখি।

একদল লোক আছেন যারা *'ইফরাত'* (ifrat) বা চরম কঠোরতার পথ অবলম্বন করেন—তারা এতটাই অনমনীয় ও সংকীর্ণ হয়ে পড়েন যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন; যেন ধর্ম পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির জন্য কোনো সুযোগই রাখেনি। এই মানসিকতা এতটাই সংকীর্ণ যে তা শরিয়তের প্রশস্ত পরিধিকে সীমিত ও সংকুচিত করে ফেলে।

আবার এমন মানুষও আছেন যাঁরা *'তাফরীত'* (tafrit) বা চরম শিথিলতার পথ অবলম্বন করেন—তাঁরা ধর্মের বিধানগুলোকে এতটাই তুচ্ছ ও অবহেলা করেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সুস্পষ্ট **মূলনীতি** ও বিধানগুলিকেও অগ্রাহ্য করে বসেন। তাঁরা কেবল নিজেদের প্রবৃত্তির কারণে ভিত্তিহীন অবান্তর অজুহাত খোঁজেন, যাতে সুস্পষ্ট নিষেধগুলিকেও জায়েজ বা বৈধ করা যায়।

অথচ আমাদের ধর্ম যে পথের কথা বলে তা হলো ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সুরা আল-বাকারাহর ১৪৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ
وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

যার অর্থঃ "*এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে এবং রাসুল (সঃ) তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে।*"

এই মধ্যপন্থা বা *'ওয়াসাতিয়াহ'* (wasatiyyah) ধর্মের **মূলনীতির** সাথে আপস করাকে বুঝায় না। ওয়াসাতিয়াহ নিজেই এই ধর্মের **মূলনীতিগুলির** একটি। এটি এমন এক ভারসাম্য যা জন্ম নেয় **শরিয়তের** পরিপূর্ণতা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি থেকে—যা তার মূলনীতিতে অটল, অথচ তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদার।

প্রিয় মুসল্লিগণ,

এই ভারসাম্যের প্রতিফলন দেখা যায় তেমন মুসলমানদের জীবনে যাঁরা ধর্মকে খুব ভালোভাবে বোঝেন। এমন ব্যক্তি ধর্মকে ভারী বোঝা মনে করেন না, আবার কোনো **নীতি** বা দিকনির্দেশনা ছাড়া ধর্মকে হালকাভাবেও নেন না। বরং, তারা ধর্মকে এমন এক আলো হিসেবে গ্রহণ করেন যা সময়ের পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য শিক্ষা দেন—ইবাদতে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে, খাবারের হালাল-হারামের বিষয়ে এবং জীবনের সমস্ত বিষয়ে —যাতে আমরা দুই চরমপন্থার কোনটিতেই পতিত না হই।

এই উপলব্ধির ভিত্তিতে, ঈদুল আজহা আমাদের ত্যাগের নতুন একটি ভাবার্থ শেখায় যার ব্যাপকতা অনেক বেশী। এটি কেবল কোরবানির পশু জবেহ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ধর্মের **মূলনীতি** বিসর্জন না দিয়ে পরিস্থিতির সাথে **মানিয়ে** নেওয়ার প্রয়োজন হলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশনার সামনে নিজেকে সমর্পণ করার যে মানসিকতা সেই মানসিকতা তৈরিতে সাহায্য করে ঈদুল আজহা।

অতএব, এখানে তিনটি মহান শিক্ষা রয়েছে যা আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং অন্তরে ধারণ করতে হবে।

প্রথমত: ব্যাপক ও সামগ্রিক উপলব্ধির মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানকে গভীর করা

কেবলমাত্র কী বৈধ আর কী নিষিদ্ধ তা জানাই জ্ঞান নয়, বরং যে কোনো বিধানের পেছনের উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা (হিকমত) বোঝার নাম জ্ঞান। আমাদের কেবল "এটি কি জায়েজ নাকি না-জায়েজ?"—এই সাধারণ প্রশ্নের গণ্ডি পেরিয়ে আরও ব্যাপক ও গভীর প্রশ্নের দিকে এগোতে হবে, যেমন: "এই শিক্ষার পেছনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো (*মাকাসিদ*) কী?", "এটি কোন মূল্যবোধগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে চায়, এবং সুস্পষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থের সাথে কোনো বিরোধিতা না করে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপটে কীভাবে সেগুলো অনুশীলন করা যায়?", এবং "নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতি ও অবস্থাকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত?"

দ্বিতীয়ত: বিশ্বাস রাখা যে জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অভিযোজন শরিয়তের সৌন্দর্যেরই একটি অংশ

পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া বা **অভিযোজন** ধর্মের দুর্বলতা নয়, বরং এটি আল্লাহর রহমতের বিশালতারই এক বহিঃপ্রকাশ। যে সমাজ বা উম্মাহ এই বিষয়টি বুঝতে পারবে, তারা সময়ের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী, শান্ত এবং সহনশীল হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত: মানবকল্যাণে অবদানের মাধ্যমে ত্যাগের অর্থকে প্রসারিত করা

মুসলমানরা কেবল নিজেদের জন্যই বাঁচে না। আমাদের আজকের ত্যাগকে ব্যক্তিগত সীমানা ছাড়িয়ে আমাদের চারপাশের মানুষ এবং সমগ্র মানবতার সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক উত্তেজনা এবং ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এই পৃথিবীতে, মুসলমানদের আবির্ভূত হতে হবে রহমত, প্রজ্ঞা এবং সমাধানের উৎস হিসেবে ।

আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত প্রিয় মুসল্লিগণ,

এই ঈদুল আজহা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইসলাম এমন এক ধর্ম যা তার মূলনীতিতে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ, রহমতে অসীম এবং পথ ও পদ্ধতিতে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ।

কাজেই আসুন, আমরা এমন এক সমাজ গঠনে সচেষ্ট হই যে সমাজ ধর্মবোধে জ্ঞানবান এবং ধর্মের অনুশীলনে সংশয়হীন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের এমন ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের ঈমান অবিচল, দ্বীনি জ্ঞান সঠিক এবং যাদের চরিত্র সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত হিসেবে ইসলামের সুন্দর রূপকে ফুটিয়ে তোলে।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ،

اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ،

اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ

الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ أَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَبِلَادَنَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ الْمُفْسِدِينَ، وَكَيْدِ الْمُعْتَدِينَ، وَظُلْمِ الظَّالِمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ يَا مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَيَا مُجْرِيَ السَّحَابِ، وَيَا هَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، وَانْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.